যুগান্তর

তারিখ 04 JAN 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইন

শিক্ষা বাণিজ্যে শাস্তির বিধানে আপত্তি ভিসি-মালিকদের

যুগান্তর রিপোর্ট

উচ্চশিক্ষা নিয়ে বাণিজ্য ও দুর্নীতি বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বাধ্যতামূলকভাবে সরকারি 'স্বীকৃতি' (অ্যাক্রেডিটেশন) নেয়ার বিধান চালু করতে চায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এই স্বীকৃতি না নেয়া ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে অপরাধ অনুযায়ী সর্বোচ্চ ১০ লাখ টাকা জরিমানা ও ৫ বছরের কারাদণ্ডের বিধান প্রস্তাব করা হয়েছে এ সংক্রান্ত খসড়া আইনে। কিন্তু দুর্নীতির এ শাস্তির বিধানের বিষয়ে আপত্তি করছেন সংশ্লিষ্টরা।

'অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইন ২০১৫' শীর্ষক ওই আইনের ওপর মতামত নেয়ার লক্ষ্যে রোববার রাজধানীর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইন্সটিটিউট মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে কয়েকজন ভিসি এবং বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি ও সদস্য এই বিধানের ব্যাপারে আপত্তি তোলেন। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ অবশ্য বিষয়টি এড়িয়ে গিয়ে বলেছেন, 'আমরা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন সবার মতামত নিয়ে তৈরি করেছি। সেখানে আমার যা প্রস্তাব ছিল তার থেকে দুটি বিষয় বাদ দেয়া হয়েছে। সময়ের ব্যবধানে এখন সেসব বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা আবার আলোচিত হচ্ছে।' তিনি বলেন, 'অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল আইনও সবার মতামতের ভিত্তিতেই তৈরি হবে। আপনাদের দেয়া মতামত আমাদের কর্মকর্তারা নোট নিয়েছেন। তা খসড়ায় অন্তর্ভুক্ত করে আবার প্রকাশ করা হবে।'

উচ্চশিক্ষা মানোন্নয়ন প্রকল্প (হেকেপ) আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান। অন্যদের মধ্যে বক্তৃতা করেন শিক্ষা সচিব মো. সোহরাব হোসাইন, হেকেপের প্রকল্প পরিচালক ড. গৌরাঙ্গ চন্দ্র মোহন্ত, অধ্যাপক মেজবাহউদ্দিন আহমেদ, অধ্যাপক সঞ্জয় কুমার অধিকারী। আইনের খসড়ার ওপর মতামত প্রদান করেন অধ্যাপক জামিলুর রেজা চৌধুরী, অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমদ, ড. মোহাম্মদ ফরাসউদ্দীন, অধ্যাপক একেএম নূর-উন-নবী, অধ্যাপক ডালেম চন্দ্র বর্মন, অধ্যাপক আবদুল মান্নান চৌধুরী, বেনজীর আহমেদ, অধ্যাপক আলিমুল্লাহ মিয়ানসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি এবং ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি-সদস্যরা। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, সরকার পাবলিক ও প্রাইভেট **আপত্তি : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ১**

আপত্তি : শাস্তির বিধানে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কোনো ধরনের ব্যবধান সৃষ্টি করতে চায় না। এ জন্যই অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল দুই ধরনের বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যই গঠিত হচ্ছে। তিনি বলেন, পাবলিক ও প্রাইভেট উভয় ধরনের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা আমাদের সন্তান। তাদের মধ্যে ভেদাভেদ করতে চাই না। এ জন্যই অভিন্ন আইন তৈরি করা হচ্ছে। এ আইন কার্যকর হলে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে একটি সুস্থ প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হবে। সবাই নিজেদের অবস্থান আরও উন্নত করতে সচেষ্ট হবে।

মতামত দিতে গিয়ে বেনজীর আহমেদ বলেন, আইনে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর রেটিং সিস্টেম থাকা দরকার। অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সদস্য রাখা হয়েছে। আরও একজন বাড়ানো দরকার। ড. ফরাসউদ্দিন বলেন, এই সংস্থার কাজ হবে প্রোগ্রামের ন্যূনতম মান নিশ্চিত করছে কিনা তা দেখা। কিছুতেই রেটিং করবে না তারা। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি আইন লঙ্ঘনে অর্থ ও কারাদণ্ডের বিধান না রাখার মত দিয়ে বলেন, 'কেবল ভর্ৎসনা করাই যথেষ্ট।' তবে অধ্যাপক আবদুল মান্নান চৌধুরী বলেন, আইন লঙ্ঘনের জন্য অবশ্যই শাস্তি পাওয়া উচিত। তবে কারাদণ্ড নয়, কেবল অর্থদণ্ড রাখার পরামর্শ দেন তিনি। জামিলুর রেজা চৌধুরী কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের অপসারণে সুনির্দিষ্ট বিধান রাখার পরামর্শ দেন।